দৈনিক ইত্তেফাক ১৪

তারিখ ... 16 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

‘ভিসি বহাল থাকলে বিয়োগান্ত ঘটনা বন্ধ হবে না’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত

॥ চট্টগ্রাম ব্যুরো ॥

১৫ . আগস্ট।— গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং ফতেহাবাদে ছাত্র নামধারী সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের সশস্ত্র হামলায় গুরুতর আহত ৯ জন নেতা ও কর্মীর অবস্থা বর্তমানে উন্নতির দিকে; তব চোখে ও গলায় গুলীবিদ্ধ বেলায়েত হোসেনের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তার বাম চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। আহতরা বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৪ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। এদিকে এ হামলার প্রতিবাদে আজ ইসলামী ছাত্র শিবিরের আহবানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ধর্মঘট পালিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ধর্মঘট চলাকালে শহরের চট্টগ্রাম কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও মহসিন কলেজে খন্ড খন্ড মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম কলেজের নিচু তলায় কলেজ শাখার সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বের একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে যথাক্রমে হামিদুর রহমান আজাদ, মোস্তফা কামাল চৌধুরী ও আলমগীর ভূঁইয়া প্রমুখ বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, ভিসির মদদপুষ্ট কতিপয় সন্ত্রাসী বার বার হামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ভিসিকে অপসারণ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানান। শিবিরভুক্ত সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ অপর এক বিবৃতিতে শিবির কর্মীদের উপর হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছেন।

অপরদিকে গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার জন্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে এ ঘটনায় আহত ছাত্রদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয় এবং অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

ওদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে অধ্যাপক ইউসুফ শরীফ আহমদ খান ও ডঃ আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, শিক্ষক সমিতি ইতিপূর্বে বার বার পত্র-পত্রিকার বিবৃতির মাধ্যমে দেশবাসী ও সরকারকে জানিয়ে আসছে যে, বর্তমান ভিসি তার পদত্যাগের দাবীতে পরিচালিত আন্দোলনকে বানচাল করার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে একের পর এক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছেন।